মাচ্ (Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry) বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প যা আমেরিকান সাহায্য সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত। ১৯৯৮ সাল থেকে মাচ্ প্রকল্প -এর সহযোগী সংগঠন সমূহ (উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ এবং কারিতাস বাংলাদেশ) এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনটি বৃহৎ জলাভূমি (শ্রীমঙ্গলের হাইলহাওড়, তুরাগ বংশী নদী এবং কালিয়াকৈর জলাভূমি এলাকা এবং শেরপুরের কংসমালিঝি অববাহিকা) অঞ্চলে জলাভূমির সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বর্ষা মৌসুমে এই জলাভূমিগুলো প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত থাকে এবং শুকনো মৌসুমে তা প্রায় ১০০টির অধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ১১০টি গ্রামে বসবাসকারী ১,৮৪,০০০ এর উপর লোক এই প্রকল্পের সাথে সরাসরি জড়িত।

জলাভূমি ব্যবহারকারীদের জীবিকার উন্নয়ন ঃ মাচ্রে শিক্ষা

দেশের অভ্যন্তরে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরন ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জীবিকার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে মাছ ধরা বৃদ্ধি পেয়েছে যা মৎস্য সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরে যারা বেচেঁ আছে তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে এটি বিরূপ প্রভাব ফেলে। মাচ্ প্রকল্প জলাশয়ের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং জীবিকার বহুমূখীতা অর্জনের মাধ্যমে এ অবস্থা পাল্টানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই লিখাটিতে মাচ্ প্রকল্প কর্তৃক জলাভূমির উৎপাদনশীলতা এবং জলাভূমি ব্যবহারকারীদের জীবিকার উন্নয়নের জন্য সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত দীর্ঘ সাত বৎসরের অর্জিত শিক্ষাকে একত্রিত করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট ঃ

অতিরিক্ত মাছ ধরা, জলাভূমির অবক্ষয়, পানি দূষণ, এবং পানির সংযোগ রহিতকরণ ইত্যাদি দেশের অভ্যন্তরীন মৎস্য আহরন, মাছের প্রজাতি বৈচিত্র এবং জলাভূমির উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবনের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলছে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে প্রায় ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর প াবনভূমিতে পানি নিষ্কাষন করা হয় এবং এই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। আনুমানিক প্রায় ১১ মিলিয়ন লোক তাদের জীবিকার জন্য মাছের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প াবনভূমিতে বসবাসরত গ্রামীন পরিবারগুলির অর্ধেকই খাদ্য ও আয়ের জন্য মাছ ধরে এবং যে-সব পরিবার আয়ের জন্য মাছ ধরে তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই দরিদ্র।

জলাভূমির পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন, টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং মাছ ধরার উপর চাপ হ্রাস - এগুলি হচ্ছে প াবনভূমিতেমাছের পুণ: উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উপাদান। মাচ্ প্রকল্প মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় যেমন মৎস্য প্রজনন মৌসুমে মাছ না ধরা, ক্ষতিকারক জাল ব্যবহারে কড়াকড়ি ও অভয়াশ্রম স্থাপন। ফলে দরিদ্র জনগণের মাছ ধরার ক্ষেত্রগুলি সীমিত হয়ে পড়ে। এই নিষিদ্ধ ঘোষিত সময়ে জেলেদের সমস্যা নিরসনে সাহায্য করার জন্য এবং মাছ ধরার উপর চাপ হ্রাস করার জন্য মাচ্ প্রকল্প অতিশয় দরিদ্রদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচী শুরু করে। এ থেকে যারা সুবিধা পাচ্ছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী দরিদ্র মহিলা। এই নিবন্ধটিতে দরিদ্র সম্পদ ব্যবহারকারীদের সংগঠন তৈরীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা তাদের বিকল্প জীবিকার উন্নয়নে সাহায্য করবে। এ ছাড়া এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহন এবং উন্নত মৎস্য ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের জীবিকায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে এই নীতি মালার-সারসংক্ষেপটিতে সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্জিত শিক্ষা ঃ

দরিদ্রদের জীবিকা উন্নয়নে ক্ষমতায়ন ও সামর্থায়ন ঃ

জীবিকা সহযোগী দল গঠনে দরিদ্রদের চিহ্নিত করা

মাচ্ প্রকল্প, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত জলাভূমিগুলির উপর নির্ভর করে, জলজ সম্পদ সংগ্রহকারী এবং ভূমিহীন জনসাধারণ যারা জলাভূমিগুলির নিকটে অবস্থান করে, তাদের সম্পদ ব্যবহারকারী দলগুলির (আরইউজি) অর্ন্তভূক্ত করে। কিন্তু অন্যান্য এনজিওদের একই ধরনের কর্মকান্ড থাকার কারণে অন্য এনজিও দলের সদস্যরা সম্পদ ব্যবহারকারী দলে (আরইউজি-২০-৩০ জনের প্রাথমিক দল) যোগদান করতে পারেনি। এইসব নিয়ম পালন করা জটিল ছিল এবং আরইউজি সদস্যদের শতকরা ৫৮ ভাগই মাছ ধরা থেকে আয় করতো। আবার আরইউজিতে কমিউনিটির জড়িত হওয়ার ধারণাটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল লোকদের সদস্য হওয়ার জায়গা করে দেয়। দলীয় কর্মসূচীর দ্বারা আরইউজি সদস্যরা জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুঝতে পারবে। আরএমওগুলিতে (যেগুলি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকে) অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন নেতাদের প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা দেখা যায়। তবে আরএমও সদস্যদের "৬০% ভাগ আসবে আরইউজি থেকে" এই নীতিটি কিছুটা হলেও এই সমস্যার সমাধান দিবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আরইউজি থেকে আগত বেশীরভাগ আরএমও সদস্যরা এখনো ক্ষমতায়নের অভাবে তাদের মতামত প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্থ। কারণ পাছে দূর্যোগের সময় তারা ক্ষমতাশালীদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়।

- দরিদ্র সম্পদ ব্যবহারকারীরা আরএমও-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে।
- স্থানীয় সুধী ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা আরইউজি সদস্যদের বাছাইয়ের সময় পরামর্শ দিবে।
- আরএমও-র নেতাদের সম্পদ ব্যবহারকারীদের কথা শোনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে হবে। সম্পদ ব্যবহারকারীদেরও বুঝতে হবে তারা তাদের নেতাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে।

মূলবার্তা

সঠিকভাবে দরিদ্র জলাভূমি-সম্পদ ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। অন্য এনজিও-এর সাথে সহযোগিতার বিষয়টি এখনো তলিয়ে দেখা হয়নি। ক্ষুদ্রঋণের বিষয়ে প্রতিযোগিতা না বাড়িয়ে এনজিওদের সাথে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে সহযোগিতা করার সুযোগ রয়েছে যা দিয়ে সম্পদের উত্তম ব্যবহার করা যেতে পারে।

টেকসই সংগঠন এবং ব্যবস্াপনা

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও পদ্ধতি সৃষ্টির মাধ্যমে মাচ্ সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলির টেকসইত্ব অর্জনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কাজ করেছে। মাচ্ ৫,১৯৪টি পরিবার থেকে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা যাদের মধ্যে বেশীরভাগই জেলে- তাদের নিয়ে ২৫০টি আরইউজি গঠন করেছে। মাচ্-কারিতাস আরইউজি সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরী, সাক্ষরতার উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান এবং দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করেছে। যদিও এই আরইউজিগুলি বিকল্প আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত তৈরী করেছে তবুও সামর্থ্য বৃদ্ধি একটি ধীর প্রক্রিয়া। পাঁচ বছর পরও অধিকাংশ আরইউজি-ই নিজেদের পায়ে দাড়াতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ-বেশীর ভাগ আরইউজিতে সভার সিদ্ধান্ত লেখা ও হিসাব রক্ষণের মত শিক্ষিত সদস্য নেই।

মাচ্ আরইউজিগুলিকে ১৩টি এফআরইউজির একটি ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী করেছে। মাচের নীতি হলো, রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড তহবিলটি এফআরইউজিদের হাতে হস্তান্তর করবে যারা নিজেরাই প্রয়োজনমত কর্মচারী নিয়োগ করে তা পরিচালনা করবে।

প্রত্যেকটি আরইউজি-এর প্রতিনিধি নিয়ে এফআরইউজি এর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয় এবং এই সাধারণ পরিষদের বাছাইকৃত সদস্যরা নির্বাহী কমিটির সদস্য হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ভেবে দেখার বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ঃ কি কৌশল তৈরী করা যায় যাতে সাধারণ পরিষদের সদস্য এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের অন্যান্য আরইউজি-এর সদস্যদের নিকট জবাবদিহি করা যায়; নির্বাহী কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা (প্রায় ২০ ভাগ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা এখনো তাদের অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালনে সক্ষম নয়) এবং কীভাবে বিদ্যমান নেতাদের পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়।

- যদি কোন প্রকল্প কোন সংগঠন তৈরী করতে চায় যেখানে দরিদ্ররা তাদের নিজস্ব রিভলভিং ফান্ড পরিচালনা করবে তবে প্রকল্পের শুরুতেই সংগঠনটির সাংগঠনিক টেকসইয়েত্বের ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। কারণ এর জন্য প্রয়োজন সনাতনী এনজিও নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ঋণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের লক্ষ্য এবং কর্মসূচী। সাফল্যের মাপকাঠি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা অংশগ্রহণের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে।
- প্রকল্পগুলিকে দলের সদস্যদের শিক্ষিত করতে হবে যেন তারা নিজেদের হিসাব নিজেরা রক্ষা করতে পারেন এবং ভুলভ্রান্তি পরিহার করতে পারেন।
- নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে যেন এফআরইউজি এর নেতারা দক্ষ হয়ে ওঠতে পারেন এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- ভবিষ্যতের জন্য এফআরইউজি তৈরী করা খুবই দরকার; তাই আরইউজি সদস্যদেরকে ভবিষ্যৎ নেতারূপে সচেতন করতে হবে।
- গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সমিতির কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা।
- দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুবই প্রয়োজন। আরইউজি-দের তাদের জীবিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ষিক বাজেট তৈরী করতে হয়। একটি ঋণ পরিচালন ম্যানুয়েল এবং প্রশিক্ষণ তহবিল হস্তান্তরের পূর্বশর্ত।
- এফআরইউজি-গুলির রিভলভিং ফান্ড মালিকানা প্রাপ্তি ক্ষমতায়িত করে, ঋণ অনুমোদনের উন্নয়ন ঘটায়। এফআরইউজি নেতারা দূর্বল আরইউজিগুলির পরিদর্শনে যাবে এতে তাদের মান উন্নয়ন হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে সমন্বয় ভূমিকা রাখবে।
- আরইউজি ও এফআরইউজি পর্যায়ে বার্ষিক ও মাসিক কর্মসূচী পরিকল্পনার এবং সদস্যদের দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে এবং তারা প্রয়োজনের বাইরে কাজ করবে না।
- প্রকল্পগুলিকে নিয়মিতভাবে আরইউজিগুলির মূল্যায়ন করতে হবে যেন তা আরইউজি-গুলির দক্ষতা ও সফলতা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।
- এফআরইউজি এর কার্যক্রমের নিয়মিত-পর্যালোচনা তাদের পারস্পরিক তাগিদের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের মান উন্নয়নে সহায়তা করে।
- এফআরইউজিদের আইনগত স্বীকৃতি প্রয়োজন যাতে তারা দক্ষ ঋণ ব্যবস্থাপনা কর্মী নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে, কার্যকরী ঋণ প্রদানের জন্য টিকে থাকতে সমর্থ প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং মাসিক আয় ও আর্বতক ব্যয়ের হিসাব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

সদস্যপদ

আরইউজি সদস্যরা দারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্যানুসারে বাছাইকৃত হয়েছিল। তবে, সকল সদস্যই দরিদ্র ছিল না অথবা সকল দরিদ্র জেলে আরইউজি-এর অর্ন্তভূক্ত হয়নি। আরইউজি-তে অন্তর্ভূক্ত ও বের হয়ে যাওয়ার শর্তে একটি ফাঁক রয়েছে। এফআরইউজি-এর সংবিধানে আরইউজি সদস্যদের বেরিয়ে যাওয়ার এবং নতুন সদস্য নিয়োগদানের ব্যাপারে উলে খরয়েছে। তবে এটি অনুশীলিত হয়নি এবং আরইউজি-গুলি বিদ্যমান সদস্যদের মধ্যেই সর্বদা ক্ষুদ্র-ঋণ বিতরণ করতে বেশী আগ্রহী।

- এফআরইউজির সংবিধান এমন হওয়া উচিত যা ক্রমেই জলাভূমির সম্পদের উপর নির্ভরশীল আরো অনেক দরিদ্রের সম্পদ ব্যবহারকারী সংগঠনে (আরইউজি) আসার সুযোগ করে দেবে।
- একটি কমিউনিটিতে কর্মরত এনজিও-গুলির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে যেন সমাজের সকল সদস্য যে সংগঠনগুলো গঠিত হবে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। বাছাইকরণ এমন হওয়া উচিৎ নয় যেখানে, দরিদ্ররা সুবিধাবঞ্চিত হবে এবং সুবিধা শুধু সমাজের একটি বিশেষ অংশের মধ্যে সীমিত থাকবে।
- স্বাধীন সমাজভিত্তিক সংগঠন (আরইউজি-এফআরইউজি প্রক্রিয়া)-গুলির সদস্যদের মান উত্তীর্ন হওয়ার পরও সংগঠন ছাড়ার (সুবিধা হারানো) বা নতুন (ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি) সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই।

হস্তশিল্প হচ্ছে কার্যকরী আয়বর্ধক কর্মসূচী গুলির মধ্যে অন্যতম। তালতলা শাপলা মহিলা সমিতির অনেক সদস্য মাচের ঋণ সহযোগিতা নিয়ে এবং কারিতাসে "কোর: দি জুট ওয়ার্কস" প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করছে। কোর প্রকল্প এবং সমিতিটি একটি শক্তিশালী বাজার চ্যানেল তৈরী করেছে। এই ব্যবসার গড় মাসিক আয় হচ্ছে ২,০০০ টাকা।

আরইউজি সদস্যদের সামর্থ্য গঠন

এই কর্মসূচীর একটি বড় অংশ হলো সম্পদ ব্যবহারকারী দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে পেশাভিত্তিক আয়বর্ধক দক্ষতা বৃদ্ধি। আরইউজি সদস্যদের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী সদস্য জানায় যে, তারা যে-সব প্রশিক্ষণ পেয়েছিল সেগুলি তাদের দারিদ্র্যমুক্ত করতে এবং মাছ ধরার উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য ছিল দরকারী এবং কার্যকরী।

- যে কোন ঋণ প্রদানের পূর্বে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষন দেওয়া উচিত।
- দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের সামর্থ্য তৈরী করতে পারে। তবে সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীর তা ব্যবহার করার মতো সম্পদ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা জরুরী। যেমন, বৃক্ষের একটি নার্সারীর জন্য ভূমির দরকার।
- জেলেরা যে দক্ষতা অর্জন করেছে তা তাদের আয় বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এবং ক্ষুদ্র-ঋণ প্রাপ্তদের মধ্যে কেউ কেউ (৩৫%) স্পষ্টতই মাছ ধরা ছেড়ে দিয়েছে।
- প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়,পরিকল্পিত উদ্যোগের জন্য কত ব্যয় হতে পারে এবং লাভের বিশে ষণকরা শিখতে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। যাতে ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় এবং লাভজনক আয়বর্ধক কর্মসূচী অবলম্বন করা যায়।

জীবিকার প্রভাবসমূহ ঃ

বিকল্প জীবিকা এবং ক্ষুদ্র-ঋণ

২০০৫ সালের শেষ পযর্ন্ত ১২,২৮৭টি ঋণ ৩৫টি ভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রমের জন্য প্রদান করা হয় যার পরিমাণ হচ্ছে ৬৯ মিলিয়ন টাকা। এটি জেলেদের বা জেলে পরিবারের সদস্যদের সব দিক বিবেচনায় নিয়ে নতুন পেশায় অন্তর্ভূক্তিতে সহায়তা করেছে অথবা অন্ততঃপক্ষে জলাভূমি বহির্ভূত সম্পদ থেকে আয় করতে সহায়তা করেছে যা সংরক্ষিত এলাকা থেকে এবং নিষিদ্ধ মৌসুমে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকার বিকল্প ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। লাভসই ব্যবসায়ীক উদ্যোগ যথা গরু পালন, হাঁস-মুরগী ও মাছ চাষ ছাড়াও পেশাগত দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটেছে যেমন মেকানিক ও ইলেকট্রিশিয়ান। হিসেবে ২০০৬ সালে এ-সকল কর্মকান্ডের প্রতিটি থেকে বার্ষিক মোট লাভ হয়েছে প্রায় ৫,৬০০ টাকা। যে সকল আরইউজি সদস্যরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের প্রায় সকলে তাদের আয় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। ২০০৬ সালে শুধু শতকরা ১০ ভাগ জানিয়েছে যে, তারা এখনো খাদ্য ঘাটতির মধ্যে রয়েছে। তবে বিভিন্ন কর্মকান্ডের এবং আরইউজির ঝুঁকির বিষয়গুলি পর্যাপ্তভাবে যাচাই করা হয়নি - কিছু দল আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং শেরপুরে স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল। প্রায় সব ঋণগ্রহীতা অন্ততঃপক্ষে একটি দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, কিন্তু ২০০৬ সালে ঋণ গ্রহীতার নমুনার মাত্র শতকরা ৩৮ ভাগ তাদের গৃহীত ঋণ যে কাজে নিয়োগ করেছিল সেই কাজের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

মহিলাদের অংশগ্রহণ

আরইউজি সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশই মহিলা এবং তারা ক্রমশঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করছে। গ্রামের এবং নিজেদের পরিবারের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে মহিলারা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। মহিলারা এবং তাদের বেকার সন্তানেরা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ঋণ পরিবারের অর্থনীতিতে বিকল্প আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আর্থিক লাভ ঘটিয়েছে। মহিলারা আগের চেয়ে বেশী সংগঠিত হয়েছে।

- নারী নেত্রীদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ দরকার।
- মহিলা দলের জন্য আলাদা ঋণ তহবিল সংরক্ষণ করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মহিলাদের অংশগ্রহণ কোটার মাধ্যমে (যেমন এক-তৃতীয়াংশ) নিশ্চিত করতে হবে।

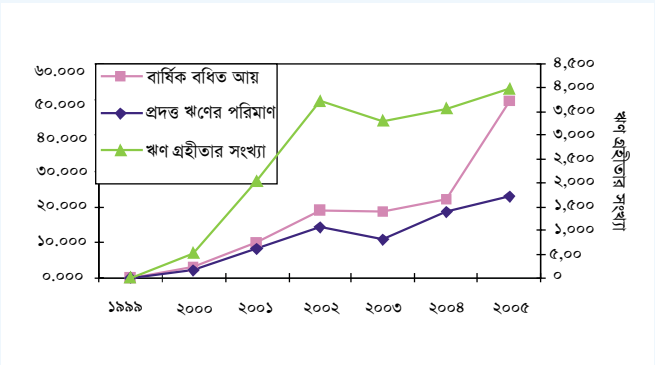

চিত্র২:মাচের ক্ষুদ্র-ঋণ সহযোগিতা

- জেলে/দরিদ্র দলের সদস্যদের আয় বাড়াতে পারে এমন কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র-ঋণ ব্যবহৃত হতে পারে।
- জনগণের নিজেদের মালিকানা এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ঋণ ব্যবস্থা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মালিকানা ও আত্ন-পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করে।
- বিকল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে আয় মাছ ধরার চাপ হ্রাস করে।

সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

মাচ্ প্রকল্প এলাকায় সঞ্চয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তবে এ পর্যন্ত ঐসব সঞ্চয় এফআরইউজি-গুলির ক্ষুদ্র-ঋণে সিকিউরিটি হিসাবে পুণঃবিনিয়োগ করা হয়নি যদিও আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

- এফআরইউজি-তে সঞ্চয়ের দায়িত্ব হস্তান্তর করার মাধ্যমে সঞ্চয়কারীরা ক্ষমতায়িত হতে পারে।
- যদি সঞ্চয় হারানোর ঝুঁকি ছাড়াই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি সুবিধা পেতে হয় তবে সঞ্চয়ের পূনঃবিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা খুবই দরকারি।

মৎস্যভিত্তিক জীবিকার উন্নয়নঃ

মাচ্ স্বীকার করে যে, মৎস্য সম্পদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং টেকসইত্ব অর্জনের জন্য সমাজের লোকদেরকে মাছ ধরা সীমিত করতে হবে এবং তা দরিদ্রতম মৎস্যনির্ভর পরিবারের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে। প্রকল্পটি মাছ ধরা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে কিন্তু অপর পক্ষে যখন একটি জলাভূমি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবে তখন বেশী লোক মাছ ধরার ব্যাপারে আকৃষ্ট হবে, যেহেতু মাছের পরিমান বাড়বে। যদি জেলে প্রতি এবং হেক্টর প্রতি মাছ ধরার পরিমাণ উভয়ই বাড়ে, ধারণা করা হয় যে, মাছ ধরার টেকসইত্ব বেড়েছে যদিও এতে মোট মাছ ধরার প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পায়।

জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে: ২০০৪-০৫ সালে মাচ্ এর বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় বেইজলাইন বছরের তুলনায় হেক্টর প্রতি মাছ ধরার পরিমাণ ২ থেকে ৫.৫ গুণ বেশী বৃদ্ধি পায়। এটি প্রত্যাশিতভাবে জেলেদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। উপরন্ত আরইউজি সদস্যদের মাছের উপর নির্ভরশীলতা কমে গিয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আরইউজির বাইরে অন্যান্য পরিবারগুলি মাছ ধরা থেকে লাভ করেছে।

- উপযুক্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা মাছ ধরা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু যারা যারা বিকল্প পেশায় আয়ের লক্ষ্যে কাজ করার দলের সাথে জড়িত, তারা হয়তো এ থেকে সুবিধা নাও পেতে পারে।
- বিকল্প পেশায় প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র-ঋণ দলের সদস্যদের মধ্যে মাছ ধরার চাপ হ্রাস করে তাদের ক্ষেত্রে যারা এ-সব দলে ছিল, তবে মাছের মজুত বৃদ্ধির সাথে সাথে সার্বিক ভাবে মাছ ধরার পরিমান বেড়েছে।

পুষ্টির উৎকৃষ্টতা

পরিবারের মাছ খাওয়ার পরিমাণ সংক্রান্ত নিয়মিত পরিবীক্ষণ জীবিকা বৃদ্ধির প্রমাণ দেয় যা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত জলাভূমি এবং উন্নীত মৎস্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। বেসলাইন তথ্যের সাথে তুলনায় দেখা যায় যে, মাছ খাওয়ার পরিমাণ ২০০৪-০৫ সালে ৪৮% ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র বিলের মাছ ও চিংড়ি দরিদ্র পরিবারসহ সকল পরিবারের মাছ খাওয়ার পরিমাণকে প্রভাবিত করে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সকল স্তরের স্থানীয় জনগণের মাছ খাওয়ার পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এদের ভিতর তৃণমূল জরিপের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ভূমিহীন জনগণ তাদের মাছ খাওয়ার পরিমাণ ৪৫-৫০% বৃদ্ধি করেছিল।

- বর্ধিত হারে মাছ ধরার সুবিধা ভূমিহীনসহ সব ধরনের জনগণের নিকট পৌঁছে গিয়েছে।
- বর্ধিত ধৃত মাছ এবং বর্ধিত আয় বেশী পরিমাণে মাছ খাওয়ার মাধ্যমে পুষ্টি বাড়াতে পারে।

নীতিগত সুপারিশমালা ঃ

১. দরিদ্র জেলেদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এ ধরনের সকল জেলেকে এসব সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলি থেকে কোনো সুবিধা অর্জন করতে হবে।

২. সফল বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীগুলির জন্য দক্ষতার উন্নয়ন, যথাযথ ঋণ এবং বাজারজাতকরণের পথ থাকা প্রয়োজন।

৩. দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ যে কোন ক্ষুদ্র-ঋণ ভিত্তিক উন্নয়ন কাজের জন্য পূর্বশর্ত হওয়া দরকার।

৪. দরিদ্র অংশগ্রহণকারীরা যারা বিকল্প আয়বর্ধক কাজ এবং ঋণের সাথে জড়িত, তাদের ঝুঁকি নির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক হতে হবে এবং প্রত্যেক ঝুঁকির জন্য একটি প্রতিবিধান কৌশল থাকা দরকার।

৫. সংস্থার নিকট তহবিল প্রদানের পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. নতুন সদস্যদের দলে যোগদানের এবং পুরাতনদের উত্তরণের সুযোগ থাকতে হবে।

৭. এসকল সংগঠনের টেকসইত্ব অর্জন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতার আর্বতনের দরকার যেন নতুন নেতা তৈরী হয়।

৮. প্রশিক্ষণ এবং সরকারের ঋণ তহবিলে সুযোগ পাবার জন্য দলীয় সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৯. প্রকল্পগুলিকে ক্ষুদ্র-ঋণ দল, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে যেন তারা জলাভূমির সম্পদসমূহের দীর্ঘমেয়াদী উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে এবং ভাল সম্পর্ক রাখতে পারে।

১০. বিভিন্ন ধরনের জড়িত ব্যক্তিরা কিভাবে লাভবান হতে পারে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকৃতির দরিদ্রতম পরিবার, তার জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া চালানো দরকার।

১১. যৌথভাবে সরকার ও নিরপেক্ষ পুনঃনিরীক্ষণকারীদের দ্বারা সংগঠন ও ঋণ ব্যবস্থাপনার পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১২. সরকারী নীতিসমূহকে একই এলাকায় কর্মরত এনজিওদের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে যেন তা সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত দরিদ্র সম্পদ ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

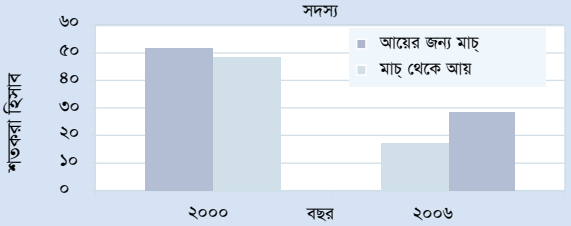

আরইউজি সদস্যদের মাছের উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তন

REFERENCES

FAP 6 (1993) Northeast Regional Water Management Project Wetland Resources Specialist Study. Flood Action Plan 6, Bangladesh Water Development Board and Flood Plan Coordination Organisation, Dhaka.

MACH (2006) MACH Briefing packet part 2 performance monitoring. Management of Aquatic ecosystems through Community Husbandry, Winrock International, Dhaka.

Mountfort, G. (1969) The Vanishing Jungle. Collins, London.

Sachse (1917)

রচনা: ড: পারভিন সুলতানা | **সম্পাদনা:** ড: পল থমসন ও মাসুদ সিদ্দিকী | **সমন্বয়:** এষা হোসেন | **ভাষান্তর:** ডঃ খুরশীদ আলম ও এস, এন, চৌধুরী

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার, বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬, URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net